নবীর আগমন!
মারহাবা! মারহাবা!

04-September-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

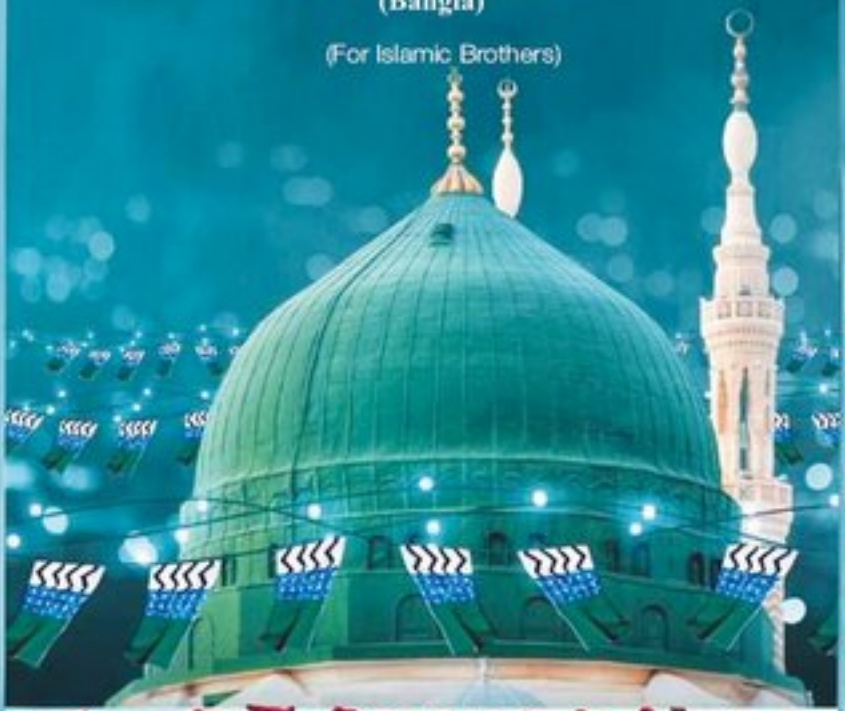

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
মিলাদ শরীফের বরকতে আরোগ্য লাভ হলো..... 6
কুরআনুল কারীমে মিলাদের আলোচনা 7
নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন..... 8
আয়াতের করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... 9
সমস্ত গুণাবলী নিয়ে দুনিয়ায় আগমন:..... 10
جَاءَ শব্দের ঈমান উদ্দীপক ব্যাখ্যা..... 11
বাহ! কোন নবীর আগমন 13
সায়্যিদা আমিনার পর্যবেক্ষণ 15
মিলাদ উদযাপনের বরকত..... 19
হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কর্তৃক পংক্তির মাধ্যমে মিলাদ পাঠ..... 19
শয়তান মিলাদ পালন করে না..... 21
ঘরে ঘরে মিলাদের মাহফিল সাজান!..... 22
৩১ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ..... 23
সৎ সঙ্গের মাদানী ফুল 24
ঘোষণা 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 26

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 27
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সৎ সঙ্গের বাকী মাদানী ফুল..... 29
আঙ্গুল চুম্বন করাকালীন দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا

www.dawateislami.net

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন, সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ পেশ করে (এবং বলে): অমুকের পুত্র অমুক আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস: ১৭২৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিলাদ শরীফের বরকতে আরোগ্য লাভ হলো

হযরত মিঞা গোলাম হায়দার رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একজন বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর একজন মুরীদ (Devotee) ছিলেন, যার নাম ছিল: জুমা। তাঁর ওলামায়ে কেরামের লেখা মিলাদনামা পড়ার খুব শখ ছিল, একবার হযরত মিয়াঁ গোলাম হায়দার رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কোনো কাজে "ধাডর" শহরে তাশরীফ আনলেন, তাঁর সমস্ত মুরীদ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলো, কিন্তু জুমা নামের লোকটি আসেনি। মিঞা সাহেব رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ খোঁজখবর (Information) নিয়ে জানতে পারলেন যে, সে গত দেড় বছর ধরে অসুস্থ এবং তার পা শুকিয়ে গেছে, হাঁটতে-চলতে পারে না, মিঞা সাহেব رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন: আজ রাতে মিলাদনামা পড়ো! আল্লাহ পাক বরকত দান করবেন, মুরীদ তার পীরের আদেশ শিরোধার্য করলো এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সারা রাত মিলাদ শরীফ পড়তে থাকলো। আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করলেন, সকাল বেলা যখন সে উঠতে চাইল, তখন লাঠির সাহায্যে স্বয়ং নিজেই উঠে দাঁড়ালো। মিলাদ শরীফ পড়ার বরকতে সে আরোগ্য লাভ করলো এবং সে নিজে পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছলো।

হে আশিকানে রাসূল! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই মোবারক মাস, নূরের মাস, অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাস, যেহেতু প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভ আগমনের মাস, তাই এই মোবারক মাসের আগমনেই প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আশিকদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বৃদ্ধ হোক বা যুবক, প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলমান খুশিতে মেতে ওঠে:

আল্লাহ পাক আমাদের এই মোবারক মাসের বরকত নসীব করুক। ✯ আমরাও (জশনে বিলাদাত) শুভাগমনের খুশিতে আলোকসজ্জা করবো, ✯ ঘর সাজাব, ✯ গলি সাজাব, ✯ বেশি পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবো, ✯ অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করবো, ✯ প্রিয় মাহবুবের যিকিরের মাহফিল সাজাব, ✯ গুনাহ থেকে বেঁচে ✯ শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে খুব ধুমধামের সাথে মিলাদ উদযাপন করবো। ✯ এই সবকিছু ইখলাসের সাথে ✯ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য করবো। اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত বরকত নসীব হবে-আল্লাহ পাক তাওফীক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سرکاری آمد!	مرحبا!	سرداری آمد!	مرحبا!
اچھّے کی آمد!	مرحبا!	سچّے کی آمد!	مرحبا!
مختار کی آمد!	مرحبا!	غمخوار کی آمد!	مرحبا!
بشیر کی آمد!	مرحبا!	نذیر کی آمد!	مرحبا!
مُنیر کی آمد!	مرحبا!	بَصیر کی آمد!	مرحبا!
حُضُور کی آمد!	مرحبا!	پُرنور کی آمد!	مرحبا!

কুরআনুল কারীমে মিলাদের আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনুল কারীমে মোট ৭ হাজারেরও বেশি স্থানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর সুস্পষ্ট শব্দে পবিত্র আলোচনা এসেছে। **(বাসাইরু যাভিত তামযীয ফী লাতায়িফিল কিতাবিল আযীয, ৬/১৭)** ✯ কুরআনুল কারীমে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নামসমূহেরও আলোচনা আছে। ✯ তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্মস্থানেরও আলোচনা আছে। ✯ তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মোবারক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও আলোচনা আছে। ✯ তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুণাবলীরও আলোচনা আছে। ✯ তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফযীলতসমূহেরও আলোচনা আছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনুল করীমে ২, ৪ বার নয়, বরং একটি সতর্ক অনুমান (Estimate) অনুযায়ী মোট ২৭ টি স্থানে মিলাদ (অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমন)-এর আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে।

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন

পারা: ১১,সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রাসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্ট পড়া কষ্টদায়ক তোমাদের কল্যাল অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

প্রখ্যাত মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই আয়াতটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র প্রশংসার ভান্ডার (অর্থাৎ খাযানা)। এতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদের কথা বলা হয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখুন! প্রিয় নবী রাসূলে

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমন তো সবাই জানে, তাহলে একটি জানা বিষয়কে কেন বর্ণনা করা হলো? এজন্য যে, এর মাধ্যমে তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেলাদতের আলোচনা হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেলাদত, তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর অতুলনীয় ও অনন্য শানের আলোচনা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও করতেন। আল্লাহ পাকও কুরআনুল কারীমে এই বিষয়গুলোর আলোচনা করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, মিলাদ শরীফের আলোচনা করা সুন্নাতে ইলাহীও এবং সুন্নাতে আম্বিয়াও। **(শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা: ৯৫)**

আয়াতের করীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরও বলেন: আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলেন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তাই আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর মিলাদ শরীফ বর্ণনা করেছেন। ✯ কোথাও সাধারণ মানুষদেরকে হুযুরের মিলাদ শুনিয়েছেন, ✯ কোথাও শুধু মুসলমানদেরকে বলেছেন, ✯ কোথাও সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শুনিয়েছেন, ✯ কোথাও নিজের নবীদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শুনিয়েছেন, আবার প্রতিটি জায়গায় এমন শানের সাথে মিলাদে মোস্তফার আলোচনা করেছেন যে... ব্যস! কুরবান হয়ে যাই!

সুতরাং এই আয়াতে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক গুণাবলী (Qualities) সহ মিলাদ শরীফ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে: হে লোকেরা! তোমাদের কাছে সেই রাসূল করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ এনেছেন, ✯ যার আগমনের বার্তা মানুষের সৃষ্টিরও আগে থেকে

শুরু হয়েছিল, যার আগমনের ঘোষণা সকল নবী দিয়ে গেছেন, ✯ যার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা করছিল, সেই মহান মর্যাদার অধিকারী এখন তোমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন। আর মনে রেখো! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদিও স্বশরীরে আরবে তাশরীফ এনেছেন, কিন্তু তাঁর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি হৃদয়ে পৌঁছেছে। সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর শানও শুনে নাও! ✯ তিনি তোমাদের প্রতি এমন মেহেরবান এবং তোমাদের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে এমনভাবে অবগত যে, তোমাদের কষ্ট তাঁর উপর ভারী মনে হয়। ✯ তোমাদের অন্তর নেওয়া ও চাওয়ার পরও ভরে না আর তাঁর অন্তর তোমাদেরকে দান করার পরও ভরে না, তিনি দেওয়ার জন্য আগ্রহী। তাঁর সাধারণ রহমত সকল জগতের জন্য, কিন্তু বিশেষ রহমত সর্বদা দুনিয়াতে, কবরে এবং হাশরেও বিশ্বাসীদের (মুমিনদের) জন্য থাকবে।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা তাওবা, ১২৮ নং আয়াতের পাদটীকা, ১১/১৫৯)

সমস্ত গুণাবলী নিয়ে দুনিয়ায় আগমন:

সূফীগণ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ পাক (রূহে মোস্তফা) প্রিয় নবীর রূহকে নূরানী আকৃতিতে প্রেরণ করেছেন। ✯ তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মোবারক মাথা বরকত দ্বারা, ✯ মোবারক চোখ লজ্জা দ্বারা, ✯ মোবারক কান সম্মান দ্বারা, ✯ মোবারক জিহ্বা যিকির দ্বারা, ✯ মোবারক ঠোঁট তাসবীহ দ্বারা, ✯ মোবারক চেহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা, ✯ মোবারক বক্ষ ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দ্বারা, ✯ পবিত্র অন্তর রহমত দ্বারা এবং ✯ মোবারক হাত দানশীলতা বা (Generosity) দ্বারা তৈরি করেছেন, এই সমস্ত গুণাবলী তাঁকে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১ সূরা তাওবা, ১২৮ নং আয়াতের পাদটীকা, ১১/১৫৯)

جَآءَ শব্দের ঈমান উদ্দীপক ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে আয়াতটি আমরা এইমাত্র শুনলাম, তাতে আল্লাহ পাক جَآءَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এর মধ্যেও বড়ই ঈমান উদ্দীপক প্রশংসা রয়েছে। আলহাজ্ব মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরআন মজীদে সাধারণ মানুষের জন্মের আলোচনার জন্য ২টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: (১): خَلَقَ (অর্থাৎ সৃষ্টি করা, বানানো) (২): بَدَءَ (উদ্ভাবন করা)। কিন্তু হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় তাশরীফ আনার জন্য ৩টি শব্দ ইরশাদ হয়েছে: (১): جَآءَ (তাশরীফ এনেছেন) (২): أَرْسَلَ (পাঠিয়েছেন) (৩): بَعَثَ (প্রেরণ করেছেন)। সারকথা; কুরআনুল কারীমের কোনো জায়গাতেই তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমনের জন্য خَلَقَ বা بَدَءَ (অর্থাৎ সৃষ্টি করা) শব্দ আসেনি। এর মধ্যেও একটি হিকমত আছে, আর তা হলো, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ নেয়ামত, যা উপহারস্বরূপ সৃষ্টিজগতকে দেওয়া হয়েছে। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা তাওবা, ১২৮ নং আয়াতের পাদটীকা, ১১/১৫১)**

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমনটা এমন, যেমন একজন শাসক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি (Transfer) হয়ে আসেন। এর মানে এই নয় যে, ওই অফিসারের সৃষ্টিই এখন হয়েছে, বরং ওই অফিসার তো আগে থেকেই ছিলেন, এখন শুধু জায়গার পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক তেমনই আউয়াল ও আখির (প্রথম ও শেষ) নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর মোবারকের সৃষ্টি সমস্ত মাখলুকের আগে হয়েছিল। দুনিয়ায় আসার আগে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘আলমে আরওয়াহ’

(রুহের জগতে) রাসূল ছিলেন এবং সমস্ত নবীদেরকে ফয়েজ (আধ্যাত্মিক করুণা) দান করছিলেন। অর্থাৎ, সেই সময়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'আলমে আরওয়াহ' (রুহের জগতে) থেকে আম্বিয়া কেরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-এর মাধ্যমে দুনিয়াকে নিজের নূর ও জ্যোতি দ্বারা আলোকিত করছিলেন। এখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং সরাসরি দুনিয়াকে আলোকিত (দয়া) করা শুরু করলেন।

ইমাম বুসেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا | يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

(দিওয়ানুল বুসিরী, পৃষ্ঠা: ১৬৮)

অনুবাদ: অর্থাৎ প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন মর্যাদার সূর্য, আর বাকি সমস্ত আম্বিয়া কেরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সেই সূর্যের তারকা। যত নবী তাশরীফ এনেছেন, তাঁরা বাস্তবে (Reality) সেই সিরাজুম মুনীর (অর্থাৎ উজ্জ্বল সূর্য)-এরই আলো দুনিয়াতে ছড়িয়েছেন।এর মানে হলো, যেমন সূর্য উদয়ের আগেও সূর্যই থাকে এবং উদয়ের পরেও সূর্যই থাকে, পার্থক্য শুধু এই যে, উদয়ের আগে তারকাদের মাধ্যমে আলো পৌঁছাচ্ছিল এবং উদয়ের পর সরাসরি দুনিয়াকে আলোকিত করতে শুরু করে। ঠিক তেমনই আমাদের প্রিয় নবী, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমে 'আলমে আরওয়াহ'-তে ছিলেন। সেখান থেকে আম্বিয়া কেরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام)-কে ফয়েজ দান করছিলেন, এখন তিনি স্বয়ং তাশরীফ নিয়ে এসেছেন।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা তাওবা, ১২৮ নং আয়াতের পাদটীকা: ১১/১৫১)

حُضُورکی آمد!	مرحبا!	غَیُّورکی آمد!	مرحبا!
پُرنورکی آمد!	مرحبا!	داتاکی آمد!	مرحبا!
مولیٰ کی آمد!	مرحبا!	پیارےکی آمد!	مرحبا!

বাহ! কোন নবীর আগমন

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারকের শান কেমন, তা তো বর্ণনা করাই সম্ভব নয়। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দৈহিকভাবে (Physically) এই দুনিয়াতে কী শান নিয়ে তাশরীফ এনেছেন, তারও শান অতুলনীয়। ইমাম বুখারীর উস্তাদ, মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) হযরত জাবির (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুযুরে পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে জাবির! আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তোমার নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূর সৃষ্টি করেছেন। **(আল-জুযউল মাফকূদ মিন মুসান্নাফি আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা: ৬৩, হাদীস: ১৮)** হযরত কা'বুল আহবার (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) থেকে বর্ণিত আছে: যখন আদম (عَلَیۡہِ السَّلَام)-কে সৃষ্টি করা হলো, আল্লাহ পাক এই নূর তাঁর পৃষ্ঠ মোবারকে রাখলেন। ফেরেশতারা এর যিয়ারতের জন্য হযরত (আদম عَلَیۡہِ السَّلَام)-এর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন। হযরত আদম (عَلَیۡہِ السَّلَام) আরয করলেন: হে মাওলা! আমিও এই নূরের যিয়ারত করতে চাই। তাঁকে এর যিয়ারত করানো হলো, তখন (আদম عَلَیۡہِ السَّلَام) আঙ্গুল দিয়ে এর দিকে ইশারা করে দরূদ শরীফ আরয করলেন। এই পবিত্র নূরের আলো তাঁর কপাল মোবারকে এমনভাবে উজ্জ্বল ছিল, যেমন সূর্য আকাশে এবং চাঁদ অন্ধকার রাতে। আদম عَلَیۡہِ السَّلَام নিজের কপাল থেকে পাখিদের কিচির-মিচিরের

(Birds Chirping) মতো আওয়াজ শুনতেই, আরয করলেন: হে আল্লাহ! এটা কেমন আওয়াজ? ইরশাদ হলো: ইনি হলেন: নবীদের মধ্যে শেষ নবী, রাসূলদের সর্দার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাসবীহের আওয়াজ। যখন হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে নূরে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উজ্জ্বল ছিল, তাঁর শুভাগমন (Birth) হলে ফেরেশতারা মোবারকবাদ জানাতে আসলো। **(শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/ ১২৪)** সুতরাং হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام এর বিবাহ তাঁর যুগের সবচেয়ে সুন্দরী ও সর্বোত্তম নারী হযরত বাইদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সাথে হয়েছিলো, **(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, আল-কিসমুস সানী, ১৬৩)** হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বিবাহের খুতবা পড়লেন এবং ফেরেশতারা সাক্ষী হলেন। **(শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/১২৪)** হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام-এরপর তাঁর শাহজাদা হযরত আনূশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন, এরপর তাঁর পুত্র হযরত কাইনান এবং তারপর হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام। সারকথা, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষ ঈমানদার, পবিত্র এবং সচ্চরিত্রবান ছিলেন। নূরে মোস্তফার সৌন্দর্য

নূরে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে দুনিয়ার সমস্ত মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/৬১)** ✯ বাদশাহদের সিংহাসন (Thrones) উল্টে গেল, ✯ পশুদের কথা বলার শক্তি দেওয়া হলো, পূর্বের পাখিরা পশ্চিমের অধিবাসীদেরকে সুসংবাদ দিল, কুরাইশের চতুষ্পদ জন্তুরা বললো: কা'বার রবের শপথ! তিনি দুনিয়ার ইমাম এবং দুনিয়াবাসীর জন্য সূর্য। **(মাওয়াহিবুল**

লাদুন্নিয়্যাহ, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/৬২-৬৩) ✯ কুরাইশ গোত্রের যারা কঠিন দুর্ভিক্ষের শিকার ছিল, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভ আগমনের দিনগুলোতে সেই দুর্ভিক্ষ দূর হলো, জমিন সবুজ-শ্যামল (Lush Green) হয়ে গেল এবং গাছপালা ফলদায়ক (Fruitful) হয়ে গেল, এইজন্য এই বছরটিকে سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْاِبْتِهَاجِ (বিজয় ও আনন্দের বছর) নাম দেওয়া হলো। (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/১)

সায়্যিদা আমিনার পর্যবেক্ষণ

উম্মে মোস্তফা, সায়্যিদা আমিনা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) বলেন: একদিন আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন (Dizziness) ছিলাম, স্বপ্নে কেউ একজন আমাকে বললেন: আপনি কি জানেন যে আপনি এই উম্মতের সর্দার এবং নবীর মা হতে চলেছেন, তাঁর জন্মের (Birth) সময় এমন নূর উজ্জ্বল হবে যা দ্বারা বসরা ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যাবে, যখন জন্ম হবে তখন তাঁর নাম مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রাখবেন। (সুবুলুল হুদা, ১/৩২৮) এক বর্ণনায় আছে: তাঁকে رَضِیَ اللهُ عَنْهَا স্বপ্নে বলা হলো: শীঘ্রই আপনার একটি পুত্র সন্তান হবে, তাঁর নাম اَحْمَد রাখবেন! তিনি উভয় জগতের সর্দার হবেন।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০/২৫৯)

মুহাদ্দিস আবু নুআইম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর বর্ণনায় রয়েছে: সৌভাগ্যপূর্ণ শুভাগমনের সময় যখন আসলো, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন যে, জান্নাত ও সমস্ত আসমানের দরজা খুলে দাও, সেদিন সূর্যকে এক মহান নূরে আবৃত করা হলো এবং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান প্রদর্শনের (Respect) জন্য সে বছর সমস্ত নারীদের পুত্র সন্তানই জন্মালো। (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ১/৬৫)

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বর্ণনা করেন: সায়্যিদা আমিনা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) বলেছেন, স্বপ্নে কোনো এক ঘোষক বললেন: হে আমিনা! আপনি خَیۡرُ الۡعَالَمِیۡن (সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ)-এর মা হতে চলেছেন, যখন জন্ম হবে তখন তাঁর নাম مُحَمَّد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রাখবেন এবং নিজের বিষয়টি গোপন রাখবেন...!! (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, আল-মাকসাদুল আওয়াল, ১/৬৫) তিনি আরও বলেন: যখন শুভাগমনের সময় হলো, আমি ঘরে একা ছিলাম, হযরত আব্দুল মুত্তালিব (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) তাওয়াফ করতে গিয়েছিলেন, সেদিন সোমবার (Monday) ছিল। আমি একটি হৃদয় কাঁপানো আওয়াজ শুনলাম, তারপর মনে হলো যেন একটি পাখি সাদা ডানা দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলো, এতে আমার ভয় কেটে গেল। তারপর সাদা রঙের শরবত আনা হলো, সম্ভবত তা দুধ ছিল, আমার পিপাসা লেগেছিল, আমি শরবত পান করলাম, তখন আমার থেকে নূর উপরে চলে আসলো। তারপর লম্বা মহিলারা আমাকে ঘিরে ফেললেন, আমি ভাবলাম যে এরা আবদে মানাফের মহিলারা, আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম যে তারা আমার সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারলো। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন: আমি আসিয়া, অন্যজন বললেন: আমি মারইয়াম বিনতে ইমরান, এবং বাকি মহিলাদের দিকে ইশারা করে বললেন: এরা হলো হুর।

আমার অবস্থা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল, অদ্ভুত আওয়াজ আমাকে বারবার ভীত করে তুলছিল। এমন সময় দেখলাম: জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত সাদা রেশমি কাপড় (এক ধরনের রেশমি বস্ত্র) টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু লোক রূপার পাত্র নিয়ে বাতাসে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘাম বের হচ্ছিল, যার ফোঁটাগুলো মুক্তার মতো এবং সুগন্ধি কস্তুরীর মতো

ছিল। তারপর হঠাৎ একঝাঁক পাখি (Birds Flock), যাদের ঠোঁট পান্নার (Emerald) এবং ডানা ইয়াকুত (Ruby) এর ছিল, আমার ঘরে প্রবেশ করলো। তখন আল্লাহ পাক আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিলেন, আমি জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম: ৩টি পতাকা আছে, (১): একটি পূর্বে (East) (২): একটি পশ্চিমে (West) এবং (৩): তৃতীয়টি কাবার ছাদে গাঁড়া হয়েছে। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/৬৫)** এখন বেলাদতের (শুভাগমনের) সময় হলো, মহিলারা আমাকে ঘিরে ফেললেন এবং কিছুক্ষণের জন্য আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেলাদত হলো, তিনি শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/ ৬৫-৬৬)** হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, হযরত আমিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: বেলাদতের সময় আমার থেকে নূর বের হলো যা দ্বারা জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেল। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/৬৭)** একটি বর্ণনায় রয়েছে: আমি সেই নূর দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ দেখেছিলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাক-পবিত্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/ ৬৬)

সায়্যিদা আমিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: তারপর আসমান থেকে একটি মেঘ নেমে এসে তাঁকে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঢেকে নিলো এবং আমার থেকে আড়াল করে দিলো। কোনো একজন বলছিল: মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ব ও পশ্চিমে ভ্রমণ করাও! তাঁকে সমুদ্রে নিয়ে যাও! যাতে সমস্ত মাখলুক তাঁর নাম, আকৃতি এবং গুণাবলী (Qualities) জানতে পারে,

সবাই যেন জানতে পারে যে, ইনিই হলেন মাহি (মোচনকারী) যিনি শিরককে দূরীভূত করবেন। তারপর দ্রুতই সেই মেঘ সরে গেল।

(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/৬৮)

খতীব বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনায় আছে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: তারপর আমি দেখলাম যে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রেশমের সবুজ কাপড়ে মোড়ানো আছেন এবং তা থেকে পানি টপকে পড়ছে। কোনো একজন ঘোষণা দিচ্ছিল: বাহ বাহ! কী চমৎকার...!! মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে সমগ্র দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, সমগ্র জগতের (Universe) বা সারা বিশ্বের এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর কর্তৃত্ব, আধিপত্য এবং আনুগত্যের বাইরে। এবার আমি তাঁর নূরাণী চেহারা দেখলাম যা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো ঝলমল করছিল এবং শরীর মোবারক থেকে পবিত্র কস্তুরীর সুগন্ধ আসছিল, তারপর ৩ জন ব্যক্তিকে দেখা গেল, (১): একজনের হাতে রূপার লোটা (Silver Ewer), (২) দ্বিতীয়জনের হাতে সবুজ পান্নার (Green Emerald) তশতরি (অর্থাৎ থালা), (৩): এবং তৃতীয়জনের হাতে একটি উজ্জ্বল আংটি ছিল। আংটিটি ৭ বার ধৈত করে তিনি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মোবারক কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর লাগিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে আমার কাছে সোপর্দ করে দিলেন। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, ১/৬৬)**

حُضُور کی آمد!	مرحبا!	غَیُّور کی آمد!	مرحبا!
پُرنور کی آمد!	مرحبا!	داتا کی آمد!	مرحبا!
مولیٰ کی آمد!	مرحبا!	پیارے کی آمد!	مرحبا!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিলাদ উদযাপনের বরকত

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** চিন্তা করুন! সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন, তখন কেমন শানের সাথে আগমন হলো...!! কী কী বরকতের প্রকাশ ঘটলো। এই পুরো বয়ান যা আমরা শুনলাম, সেইসব বর্ণনা ও ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মিলাদ মোবারকের সময় জমিন ও আসমানে খুশির বন্যা বয়ে গিয়েছিল। যদিও অধিকাংশ মানুষ (Majority) তখন কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল, তবুও আল্লাহ পাক মিলাদে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন।

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কর্তৃক পংক্তির মাধ্যমে মিলাদ পাঠ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মিলাদে মোস্তফা পালন করা, মিলাদের নামে খুশি উদযাপন করা, এই উপলক্ষে প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরের মাহফিল সাজানো কোনো নতুন বিষয় নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমানরা শুরু থেকেই নিজ নিজ যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই নেক কাজটি করে আসছে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও যিকরে মিলাদের মাহফিল সাজিয়েছেন। বরকত হাসিলের জন্য শুধু একটি ঘটনা শুনে নিই। বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফিরে এলেন, তখন হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا যিকরে মিলাদের উপর নিজের লেখা কিছু পংক্তি পাঠ করার অনুমতি চাইলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুমতি দিলেন, তখন তিনি তাঁর কাসীদায়ে মিলাদের পংক্তিগুলো পাঠ করলেন। তার মধ্যে কিছু পংক্তি এই:

قَبْلَهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي | مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الْوَرِقُ

তিনি বেলাদতের পূর্বে ছায়াময় স্থানে অর্থাৎ জান্নাতের ভেতরে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর পৃষ্ঠদেশে পবিত্র অবস্থায় ছিলেন।

ثُمَّ هَبَطَتَ الْبِلَادُ لَا بَشَرٌ | اَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ

তারপর আদমের পৃষ্ঠোর মধ্যেই জমিনে অবতরণ করলেন, তখন আপনি না মানব আকৃতিতে ছিলেন, না মাংসপিণ্ড আর না রক্তপিণ্ড (এগুলো গর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় বাচ্চার ২টি অবস্থার নাম)।

بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدْ | اَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ

তিনি নূহের পৃষ্ঠে নৌকায় আরোহণ করলেন, যখন তুফান কাফেরদের মিথ্যা প্রভু এবং তার পূজারীদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ | إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ

তিনি পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত হতে থাকলেন, এক প্রজন্ম শেষ হলে আরেক প্রজন্ম আবির্ভূত হলো।

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ | الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ

তাঁর বেলাদতের সময় জমিন আলোকিত হলো, আসমান আপনার নূর দ্বারা ঝলমল করে উঠলো।

فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ | وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

(মু'জামুল কবীর, ৩/৯৬, হাদীস: ৪০৫৭)

আমরা সেই নূরের আলোয় হিদায়াতের পথে চলছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও উপস্থিত আছেন, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও উপস্থিত আছেন, এই

নূরানী মাহফিলে হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বেলাদতের ঘটনা বর্ণনা করলেন। এটাকেই তো মিলাদের মাহফিল বলা হয়। এতে জানা গেল যে মিলাদ পালন করা কোনো নতুন বিষয় নয় বরং শুরু থেকেই মুসলমানদের রীতি।

শয়তান মিলাদ পালন করে না

আল্লামা সুহাইলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: শয়তান ৪ বার চিৎকার করে কেঁদেছিল; (১): যখন সে অভিশপ্ত হলো (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হলো), (২): যখন জমিনে নামানো হলো, (৩): সূরা ফাতিহা নাযিল হওয়ার সময় এবং (৪): রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য পূর্ণ বেলাদতের সময়। **(আর-রওদুল উনুফ, ফাসলুন ফিল মাওলিদ, ১/৩০৮)** হযরত ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হওয়ায় শয়তান বললো: রাতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে যে আমাদের কাজ নষ্ট করে দেবে। তার চেলারা চিৎকার করে বললো: তুমি এখনই যাও এবং তাকে ক্ষতি করে তার কাজে বাধা দাও! এতেই শয়তান রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে যেতে চাইল, তখন আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام কে পাঠালেন, তিনি তাকে এমন জোরে এক ধাক্কা মারলেন যে সে আদন নামক স্থানে গিয়ে পড়ল। **(সুবুলুল হুদা, ১/৩৫০)**

আদন: মক্কা মুকাররমা থেকে এক মাসের দূরত্বে **(আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক, পৃষ্ঠা: ২৮)** ভারত মহাসাগর-এর উপকূলে অবস্থিত ইয়ামেন দেশের একটি শহর। **(মু'জামুল বুলদান, ৪/৮৮)**

ঘরে ঘরে মিলাদের মাহফিল সাজান!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান, রাসূলের প্রেমিক, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতে আগমনে খুশি। অতএব খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই খুশির প্রকাশ করুন! প্রতিটি ঘর সাজান! গলিও সাজান! খুব সারা জাগান! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাধারণত আশিকানে রাসূলদের প্রায় সমস্ত মসজিদে মিলাদের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, এর সাথে সাথে চেষ্টা করুন যে, ধনী হোক বা গরীব, প্রত্যেক আশিকানে রাসূল যেন নিজের ঘরেও মিলাদের মাহফিলের আয়োজন করে। যাদেরকে আল্লাহ পাক সামর্থ্য দিয়েছেন, তারা চাইলে বড় পরিসরে মাহফিলের আয়োজন করুক এবং যারা গরীব, তারাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরে মাহফিলের আয়োজন করুক।

যদি পারেন সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম করুন কিন্তু মিলাদের মাহফিল অবশ্যই সাজান। কোনো সমস্যা নেই, নিজের ঘরে যেখানে সুবিধা হয় পর্দার আয়োজন করে জায়গা নির্দিষ্ট করুন! মহল্লার বেশি না হলেও ৮-১০ জন ইসলামী ভাইকে দাওয়াত দিন! মহল্লার মসজিদের আশিকে রাসূল ইমাম সাহেবের খিদমতে আরয করুন! اِنْ شَآءَ الله তিনি যিকরে মাহবুবের জন্য নিষেধ করবেন না। সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াত হোক, ১-২টি না'ত পড়ে নিন! ইমাম সাহেব ১৫-২০ মিনিট বয়ান করে দেবেন। যদি ইমাম সাহেব বা কোনো আশিকে রাসূল মুবাল্লিগের ব্যবস্থা নাও হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা আছে: বসন্তের প্রভাত। একইভাবে মাকতাবাতুল মদীনার আরও অনেক রিসালা আছে; যেমন কালো গোলাম, ভয়ানক উট, বৃদ্ধ পূজারী,

নূরওয়ালা চেহারা, নূরের খেলনা, মিলাদ প্রেমিক বাদশাহ। এর মধ্যে যেকোনো রিসালা বা শানে মোস্তফার উপর লেখা ১২টি বয়ানের সংক্ষিপ্ত কিতাব সংগ্রহ করুন! চাইলে দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিন! নিজেই পড়ে শুনিয়ে দিন! বয়ান হয়ে যাবে। শেষে নিজের সাধ্য অনুযায়ী (শিরনি/মিষ্টি) ইত্যাদি বিতরণ (Distribute) করে দিন! যদি মিষ্টিও পাওয়া না যায়, তবে কোনো সমস্যা নেই, যা সহজলভ্য হয়, তাই হবে। মিলাদ পালনের জন্য লঙ্গর বা মিষ্টি ইত্যাদি জরুরি নয়, আল্লাহ পাকের দরবারে টাকা-পয়সা এবং আয়োজন নয় বরং অন্তরের ইখলাস (একনিষ্ঠতা) কবুল হয়। অতএব আল্লাহ পাক যে তাওফীক দিয়েছেন, মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের খিদমতে পেশ করে দিন! মিলাদের মাহফিল হয়ে যাবে, এর সদকায় اِنْ شَآءَ الله সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে।

৩১ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধির জন্য, নিজেদের চরিত্র সুন্দর করার জন্য এবং সুন্নাতের উপর আমলকারী হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে উৎসাহের সাথে অংশ নিন। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো প্রতিদিন নেক আমল রিসালা পূরণ করা। নেক আমল রিসালার উপর আমল করার বরকতে সুন্নাত ও অন্যান্য নেক আমলের অভ্যাসের পাশাপাশি গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেওয়া ৭২টি নেক আমলের

মধ্যে ৩১ নং একটি নেক আমল হলো: আপনি কি আজ এই সুন্নাতগুলোর উপর কিছু আমল করেছেন? (মিসওয়াক, ঘরে আসা-যাওয়া, ঘুমানো-জাগ্রত হওয়া, কিবলামুখী হয়ে বসা ইত্যাদি)। এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা অনেক সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমলের উপর আমলকারী বানিয়ে দিক। আমীন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৎ সঙ্গের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সৎ সঙ্গের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হয়েছে: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে বা মুহাব্বাত করে। **(মুসলিম, কিতাবুল বির, পৃষ্ঠা ১০৮৮, হাদীস: ২৬৪১)** (২) ইরশাদ হয়েছে: اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ অর্থাৎ, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন এবং তার চালচলনের উপর থাকে, অতএব জরুরি যে সে দেখুক কার সাথে বন্ধুত্ব করছে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৩৩৩, হাদীস: ৮৪২৫)** ✯ ভালো ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হলো সুগন্ধ বহনকারী এবং কামারের হাপর ফুঁকদানকারীর মতো। সুগন্ধ বহনকারী হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দেবে, অথবা তুমি তার থেকে কিছু কিনে নেবে, অথবা তুমি তার থেকে ভালো সুগন্ধ পাবে। আর কামারের হাপর ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে। **(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১০৮৪, হাদীস: ২৬২৮)** ✯ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: বড়দের সাহচর্যে বস, আলেমদেরকে প্রশ্ন করো এবং

জ্ঞানীদের সাথে মেলামেশা করো। (আল-মু'জামুল কবীর, ২২/১২৫, হাদীস: ৩২৪) ✯ ভালো সঙ্গী সে, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হয়, যার কথায় তোমার আমলে বৃদ্ধি ঘটে এবং যার আমল তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (আল-জামিউস সগীর, হাদীস: ৪০৬৩, পৃষ্ঠা ২৪৭)

ঘোষণা

সৎ সঙ্গের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সৎ সঙ্গের বাকী মাদানী ফুল

✯ ভালো বন্ধুর সাহচর্য শুধু দুনিয়াতেই লাভজনক নয়, বরং কবরেও নেককারদের সঙ্গ উপকার পৌঁছায়। **(আচ্ছে মাহোল কি বরকত পৃষ্ঠা ৩৩)** ✯ আমল করার অনন্য স্পৃহা, যা একটি পবিত্র পরিবেশের সাহচর্য থেকে পাওয়া যায়, তা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া অসম্ভব না হলেও অবশ্যই কঠিন। **(প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৪)** ✯ এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেখানে সকল অংশগ্রহণ কারীদের ওঠা-বসা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫)** ✯ ভালো পরিবেশ থেকে ভালো সাহচর্য লাভ হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬)** ✯ ভালো পরিবেশের সাথে যুক্ত হলে বাহ্যিক ও বাতেন (অভ্যন্তরীণ)-এর সংশোধন হয়। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬)** ✯ মন্দ পরিবেশের সাথে সম্পৃক্তকারী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্মান, মর্যাদা ও সত্তা হারিয়ে ফেলে। **(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬)** ✯ হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: যে ভাই বা সঙ্গীর সাহচর্য তোমাকে দ্বীনি উপকার পৌঁছায় না, তুমি তার সাহচর্য থেকে বেঁচে থাকো যাতে তুমি নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকো। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা ৩৭৪)** ✯ দা'ওয়াতে ইসলামীর অনন্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ইবাদত ও অন্যান্য বিষয়ে যত্নবান এবং সুন্নাতের সুরক্ষার প্রেরণা নিয়ে মদীনার দিকে এগিয়ে চলছে। তাই দা'ওয়াতে ইসলামীর পবিত্র ও ভালো পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া উভয় জগতের সৌভাগ্যের কারণ। **(আচ্ছে মাহোল কি বরকত, পৃষ্ঠা ২২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আঙ্গুল চুম্বন করাকালীন দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুযায়ী "আঙ্গুল চুম্বন করাকালীন দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔ قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আল্লাহ পাকের পূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার চোখের শীতলতা। হে আল্লাহ! আমাকে শোনা ও দেখার শক্তি দ্বারা উপকৃত করুন। **(খাযীনায়ে রহমত, পৃষ্ঠা ৯৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

www.dawateislami.net

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد